তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৪

**আবেদন করলেই খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্তি পাবেন, বিষয়টি সেরকম নয়**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম**, ৩** ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করলেই যে খালেদা জিয়া মুক্তি পাবেন, বিষয়টি সেরকম নয়।'

তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তি আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন। বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক সমস্যাগুলো বহু পুরনো, সেই সমস্যাগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার বহু চেষ্টা করছে।

আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি অডিটোরিয়ামে তথ্যমন্ত্রীর পিতা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাবেক জেলা পিপি মরহুম এডভোকেট আলহাজ নূরুচ্ছাফা তালুকদারের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন।

স্মরণসভা উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক এডভোকেট ইব্রাহীম হোসেন চৌধুরী বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আবদুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাইমুম সরওয়ার কমল এমপি ও পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মরহুমের সহধর্মিণী এডভোকেট কামরুন নাহার বেগম।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে প্যারোলে মুক্তি দিতে চায়, সেটাকে বিএনপি আন্দোলনের বিজয় বলছে।'

যদি খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা কি আন্দোলনের ফল নাকি মানবিকতা- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমত বেগম খালেদা জিয়ার পরিবার কিংবা তার দল কোনো পক্ষ থেকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়নি। তারা মুক্তির আবেদনের কথাটা বলেছেন টেলিভিশনের সামনে ও গণমাধ্যমে। আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি পরিবারের পক্ষ থেকে প্যারোলে হলেও তার মুক্তি চায়। প্যারোল হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তি। বিভিন্ন বন্দিদের প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়। এটি কোনভাবেই আইনের মাধ্যমে মুক্তি নয়, এটি একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কারো নিকট আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুবরণ করলে বা অন্যকোনো বিশেষ কারণে নানা সময় প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়। বেগম খালেদা জিয়া স্বাস্থ্যগত কারণে প্যারোলে মুক্তি চান কিনা সেটা স্পষ্ট নয়। তাদের দল বার বার বলছে আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবে। গত ১১ বছরে বিএনপির পক্ষে কোনো আন্দোলন করা সম্ভবপর হয়নি।'

তিনি বলেন, 'আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার মতো ক্ষমতা বিএনপির নাই। বেগম খালেদা জিয়া কোনো রাজবন্দি নন। তাকে মুক্ত করতে হলে আইনের মাধ্যমেই মুক্ত করতে হবে। তারা যে প্যারোলের কথা বলছেন, তারা যখন আবেদন করবে তখনই শুধু এটি নিয়ে কথা বলার সুযোগ তৈরি হবে, তার আগে নয়। তাদের পক্ষ থেকে তো এখনো প্যারোলে মুক্তির কোনো আবেদন জানানো হয়নি।'

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, '২০০৪ সালে যখন বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন তার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তার পুত্রের তত্ত্বাবধানে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল। আর বর্তমানে বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে সাজা ভোগ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি জিঘাংসার রাজনীতি করতেন তাহলে তিনি এখন কারাগারেই থাকতেন। তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে থাকতেন না।'

স্মরণসভায় আরো বক্তব্য রাখেন  বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য এডভোকেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ মোক্তার আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন মোঃ জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এডভোকেট মুজিবুল হক, আ ক ম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ, আয়ুব খাঁন, অশোক কুমার দাশ, মহানগর পিপি এডভোকেট ফখরুদ্দিন চৌধুরী, জেলা পিপি নাজমুল আহসান খাঁন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০৫০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৩

**সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

**ঢাকা, ৩** ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্য উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এবং গাজীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 আজ পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

হাসান/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩৮ ঘন্টা

Handout Number :592

**Indonesian Ambassador calls on the Bangladesh Foreign Minister**

Dhaka, 16 February :

The Indonesian Ambassador to Bangladesh Rina Prihtyasmiarsi Soemarno today called on the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the Ministry of Foreign Affairs. Dr. Momen welcomed the Indonesian envoy and recalled the warm and friendly bilateral relations between the two countries who are bound by common religious, cultural and historical traits.

Indonesian Ambassador agreed that Bangladesh has attained miraculous economic progress. She appreciated the Bangladeshi technicians and professionals who work in the IT sector in Indonesia and hoped that Bangladesh would invest more in garments and processed food sector in Indonesia.

The Bangladesh Foreign Minister noted that Bangladesh’s pharmaceutical products meet 97 percent of local demands and are exported to 144 countries. He requested Indonesia to ease the registration process for Bangladeshi pharmaceutical products in Indonesia. He noted that world class life saving drugs are available in Bangladesh at a much cheaper price than in the advanced countries.

Foreign Minister Dr. Momen thanked Indonesia for the humanitarian support extended to the Rohingyas and sought political support from Indonesia on the repatriation issue. He requested Indonesia to remain pro-active in the ASEAN platform to convince Myanmar for creating a conducive environment for a safe, dignified and sustainable repatriation of the Rohingyas. Dr. Momen suggested that an ASEAN led observer team may be deployed in the Rakhine State to oversee the repatriation process. The Ambassador assured to remain engaged on the issue and continue Indonesia’s support for a durable solution to the crisis.

Dr. Momen invited Indonesia’s Prime Minister and President to visit Bangladesh this year to celebrate the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The Ambassador also invited Prime Minister Sheikh Hasina to visit Indonesia.

#

Tohidul/Farhana/Nice/Mosharaf/Abbas/2020/1925 Hours

Handout Number :591

**Newly appointed Ambassador of Algeria calls on**

**Foreign Minister and State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, 16 February :

 The newly appointed Ambassador of Algeria to Bangladesh Mr. Rabah Larbi called on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen and State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam today at their respective offices at the Ministry of Foreign Affairs, following his recent presentation of credentials to President Md. Abdul Hamid.

Both the Foreign Minister and the State Minister welcomed the new Ambassador and assured him of all-out cooperation in discharging his duties, particularly in facilitating the
re-opening process of the new Algerian Mission in Dhaka. They appreciated the Algerian government’s decision in re-opening their resident diplomatic Mission in Dhaka in reciprocity of re-opening Bangladesh Mission in Algeria in 2016.

Both the Ministers recalled with gratitude that Algeria was among the first Arab countries to accord political recognition to Bangladesh by sponsoring Bangladesh’s admission into the Non-Aligned Movement (NAM) during the Fourth NAM Summit held in Algiers in 1973. They reminisced about the close friendship between the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the then Algerian President Huari Boumedienne and expressed hope that their legacy will be followed to revitalize the bilateral relations through increased interaction and engagement.

 The new Ambassador emphasized on further consolidating bilateral relations especially though holding political consultations and boosting economic & trade linkages. He showed interest in importing quality products from Bangladesh including pharmaceuticals, jute and jute products, readymade garments and other consumer goods.

Both the Foreign Minister and the State Minister for Foreign Affairs wished Ambassador Larbi a successful tenure in Bangladesh.

#

Tohidul/Nice/Sanjib/Abbas/2020/1854 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯০

**নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩** ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়নে দেশ এগিয়ে চলছে। শিক্ষাকে ডিজিটালে রুপান্তরিত করতে নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী, টেকসই ও আধুনিকায়ন করতে বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া স্মার্ট  ক্লাসরুম স্থাপন করে ডিজিটাল ও উন্নততর শিক্ষা প্রদান করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনী সৃষ্টির মাধ্যমে তরুণরা দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

   প্রকল্প পরিচালক আছমা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ফসিউল্লাহ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রতন চন্দ্র পন্ডিত বক্তৃতা করেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুম’ উদ্বোধন করেন।

#

রবী/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৯

**নদী দখল ও দূষণ রোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত হচ্ছে তৃতীয় মাস্টার প্ল্যান**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম জানিয়েছেন, নদী দখল ও দূষণ রোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে। পদ্মা, মেঘনা, তুরাগ ও পুংলী নদীর দখল ও দূষণ রোধে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, বালু, শীতলক্ষ্যা-সহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর জন্য ১টি এবং কর্ণফুলী নদীর জন্য ১টি মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে।

আজ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে নদীগুলোর দূষণ রোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি সংক্রান্ত কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

সভায় পদ্মা ও মেঘনা নদী-সহ ঢাকার তুরাগ ও পুংলী নদীর দখল, দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে ৩য় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে প্রধান করে ১টি কমিটি এবং এর রূপরেখা চুড়ান্ত করা হয়। প্রথম দুটি মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে প্রধান করে আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াত আইভী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবদুস সামাদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবীর বিন আনোয়ার-সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

হাসান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৮

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের দুই সদস্যকে শপথ করালেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত দুই সদস্যকে শপথ করিয়েছেন।

আজ মন্ত্রীর অফিস কক্ষে ৩ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত সদস্য মোঃ আশরাফুল হক এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত সদস্য মোঃ আব্দুল মান্নান-কে মন্ত্রী শপথ বাক্য পাঠ করান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড এবং ১৩ নং ওয়ার্ডের সদস্যদের মৃত্যুর কারণে পদ দুটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। শূন্য পদ দুটিতে গত ১৩ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৩ নং ওয়ার্ডে মোঃ আশরাফুল হক এবং ১৩ নং ওয়ার্ডে মোঃ আব্দুল মান্নান নির্বাচিত হন।

সদ্য শপথ নেয়া সদস্যদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করবেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

#

হাসান/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৭

**চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন**

**দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণের সাথে কৃষিমন্ত্রীর মতবিনিময়**

চট্টগ্রাম, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ পদ্ধতির পরামর্শ প্রদান ও পরিকল্পিতভাবে সব পাহাড়ি অঞ্চল চাষের আওতায় আনা গেলে বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যোগ হবে। ফলে অভ্যন্তরীণ পুষ্টিকর ফসলের চাহিদা পূরণ করে আগামী দিনের খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সরকারের টেকসই পরিকল্পনার স্রোতধারায় বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে।

আজ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ খামারবাড়ি’র প্রশিক্ষণ হলে চট্রগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রচলিত শস্য উৎপাদন করে কৃষক লাভবান হচ্ছে না, তাই অপ্রচলিত মূল্যবান ফসল উৎপাদনে কৃষকদের পরামর্শ ও সহায়তা দিতে হবে। এখানকার উপযোগী ফসল কি কি তা অতি দ্রুত বের করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। মাটি এবং পরিবেশ উপযোগী ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি সেগুলো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে এবং তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মতবিনিময় সভায় কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৬

**প্যারোলের বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে**

 **---আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, খালেদা জিয়ার প্যারোলের মুক্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন আছে এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে এ পদ্ধতিতে মুক্তির জন্য কোথায় কীভাবে দরখাস্ত করতে হবে। তিনি বলেন, প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি প্রফেশনাল করতে গেলে আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে। তাই প্যারোলে মুক্তির দরখাস্ত এবং সব নিয়মকানুন মানার পরেই সরকার এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে।

আজ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহের জন্য প্রণীত আইন বিষয়ক ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। International Center for Not-For-Profit Law (ICNL) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও সঞ্চালক ছিলেন শারমিন খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, সুশীল সমাজ প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সুশীল সমাজের অধিকারের সঙ্গে যুক্ত নয়। সুশীল সমাজ আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিক মনোভাব গঠন এবং তা টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও রয়েছে এ সমাজের।

আনিসুল হক বলেন, অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সুশীল সমাজ নাগরিকদের উদ্বেগ, অগ্রাধিকার এবং সুযোগ সুবিধার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু কখনও কখনও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের অনেকে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের কিংবা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহযোগী হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অবতীর্ণ হয় যা দেশের সুশীল সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পীড়া দেয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত Earl R Miller ও বাংলাদেশে ডিএফআইডি'র সিনিয়র গভর্নেন্স এডভাইজার ও গভর্নেন্স টিম লিডার Aislin Baker। অনুষ্ঠানের প্যানেল আলোচক ছিলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম ও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য আরমা দত্ত।

**সাবেক প্রতিমন্ত্রী রহমত আলীর মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও গাজীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

রেজাউল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১৭ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৫

**ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ওমানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে ওমানের রাষ্ট্রদূত (হেড অভ্ মিশন) Taeeb Salim Al Alawi এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে ।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্‌ কামাল এবং অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফয়জুর রহমান, রঞ্জিত কুমার সেন, মোঃ আকরাম হোসেন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসীন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাইক্লোন, বন্যা ও অগ্নিকাণ্ডের মতো যেকোনো দুর্যোগ সরকার সফলতার সাথে মোকাবিলা করছে। আগামীতে ভূমিকম্পের মতো বড় থেকে মাঝারি মানের দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার কাজ করছে। এ বিষয়ে জাপান সরকার ও জাইকার সহযোগিতা নেওয়া হবে । তিনি বলেন, মিয়ানমার নাগরিকদের যত দ্রুত তাঁদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করানো যায় ততই সবার জন্য মঙ্গল। রোহিঙ্গারা যাতে আত্মমর্যাদা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে তাঁদের নিজ দেশে ফিরতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে প্রতিমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ বলেন, মিয়ানমার নাগরিক রোহিঙ্গাদের এদেশে আশ্রয় দিয়ে সরকার যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তা সারাবিশ্বে প্রশংসনীয়। ঘূর্ণিঝড় ফণি ও বুলবুল এবং গত বন্যার মতো দুর্যোগ সরকার সফলতার সাথে মোকাবিলা করায় প্রতিনিধিদল প্রশংসা করে ।

#

সেলিম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০৭ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৪

**শিক্ষার্থীদের জানতে হবে জীবনব্যাপী কিভাবে শিখতে হয়**

 **----শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আজ যে বিষয় বা দক্ষতা খুব জরুরি আগামীতে তা হয়তো আর এত জরুরি নাও থাকতে পারে। সে জায়গায় হয়তো অন্য কোনো বিষয় বা দক্ষতা জরুরি হয়ে যাবে। তাই শিক্ষার্থীদের জানতে হবে জীবনব্যাপী কিভাবে শিখতে হবে। শিখতে হবে কিভাবে যোগাযোগ করতে হয়। কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে কিভাবে ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে হয়। সততা, মানবিকতা ও দেশপ্রেম সমন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা কলেজ মাঠে লালমাটিয়া কলেজের আয়োজনে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও নবীণবরণ অনুষ্ঠান ২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ সাদেক খান, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১ হাজার ৫৫৫ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের পূর্ণ বৃত্তি অথবা অর্ধেক বৃত্তি দেওয়া হবে ।

#

খায়ের/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৩

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদের যোগদান**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সচিবালয়স্থ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থা প্রধানগণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার তাকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যকালে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা সবাইকে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় দেশকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে যেতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের বিশাল কর্মযজ্ঞ গুণগত মান রক্ষা করে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করতে সবাইকে কাজ করতে হবে।’ এ সময় তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৮২

**সঞ্চয়পত্রের সুদ কমেনি**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত সঞ্চয় স্কিমের সুদের হার কমিয়েছে সরকার, সঞ্চয়পত্রের নয়। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি পরিপত্র জারি করেছে। পরিপত্র অনুযায়ী ডাকঘরে যে সঞ্চয় ব্যাংক রয়েছে সেই ব্যাংকের সুদের হার সরকারি ব্যাংকের সুদের হারের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু সরকারের যে সঞ্চয়পত্র সেটির সুদের হার কমানো হয়নি, পূর্বে যা ছিল তাই আছে।

 উল্লেখ্য যে, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের পরিপত্রটি জারির পরে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা পত্রপত্রিকায় সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। ডাকঘর থেকে যেমন সঞ্চয়পত্র কেনা যায়, তেমনি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের আওতায় টাকাও রাখা যায়। ডাকঘরে চারভাবে টাকা রাখা যায়। ডাকঘর থেকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সঞ্চয়পত্র কেনা যায় এবং ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে মেয়াদি হিসাব ও সাধারণ হিসাব খোলা যায়। আবার ডাক জীবন বিমাও করা যায়। এবার সুদের হার কমেছে ডাকঘরের সঞ্চয় স্কিমের মেয়াদি হিসাব ও সাধারণ হিসাবে। সাধারণ হিসাবের ক্ষেত্রে সুদের হার সাড়ে ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

 অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এ-সংক্রান্ত যে নির্দেশনা জারি করেছে তাতে বলা হয়েছে, তিন বছর মেয়াদি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সুদের হার হবে ৬ শতাংশ, যা এত দিন ১১ দশমিক ২৮ শতাংশ ছিল। মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙানোর ক্ষেত্রে এক বছরের জন্য সুদ মিলবে ৫ শতাংশ, আগে যা ছিল ১০ দশমিক ২০ শতাংশ। দুই বছরের ক্ষেত্রে তা সাড়ে ৫ শতাংশ, আগে যা ছিল ১০ দশমিক ৭০ শতাংশ।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৮১

**সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

**ঢাকা, ৩** ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী ও গাজীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার; শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 আজ পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

মারুফ/অনসূয়া/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৮০

**অ্যাডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চিফ হুইপের শোক**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও গাজীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবার্তায় স্পিকার বলেন, রাজপথের লড়াকু সৈনিক অ্যাডভোকেট রহমত আলী বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে হারালো ।

স্পিকার মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

এছাড়াও অ্যাডভোকেট রহমত আলীর মৃত্যুতে ডেপুটি স্পিকার মো: ফজলে রাব্বী মিয়া এবং চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন ।

#

তারিক/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১২১১ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৭৯

**জাতীয় মৌ মেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩** ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় মৌ মেলা ২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “কৃষি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ‘জাতীয় মৌ মেলা ২০২০’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের মৌ মেলার প্রতিপ্রাদ্য ‘পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মৌচাষ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই।

 আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মপ্রচেষ্টায় কৃষি উৎপাদনে দেশ ইতোমধ্যে দানাদার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শাক-সবজি, ধান, পাট, আলু ও কাঁঠালসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষ কাতারে রয়েছে। আমরা সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পর পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

 পুষ্টির অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক উৎস মধুর গুণাগুণ সর্বজনবিদিত। যুগ যুগ ধরে মধু পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনাদিকাল থেকে বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ বিভিন্ন বনজঙ্গল, পাহাড়ি এলাকা ও গ্রাম অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে মৌমাছি বাসা বাঁধতো এবং সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করা হতো। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিকভাবে আহরিত মধুর পাশাপাশি বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের মাঠে মৌচাষ করা হচ্ছে। এতে করে পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধিসহ বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা মৌচাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মধু উৎপাদনের যে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু মৌমাছি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

 বাংলাদেশে মধু চাষ ও আহরণের ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মৌচাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে মধু উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আশা করি, সে লক্ষ্য অর্জনে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা মধুসহ কৃষি উন্নয়নের সাফল্যকে টেকসই রূপ দিতে সক্ষম হব।

 আমার বিশ্বাস, মৌচাষ ও নিয়মিত মধু সেবনের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিকভাবে মৌ চাষিদের স্বাবলম্বী করতে জাতীয় মৌ মেলা নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করবে।

 আমি জাতীয় মৌ মেলা ২০২০-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৭৮

**জাতীয় মৌ মেলা ২০২০ উপলক্ষে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় মৌ মেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় মৌ মেলা ২০২০’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের মৌ মেলার প্রতিপাদ্য ‘পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মৌচাষ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতির পিতা সূচিত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার কৃষির উন্নয়নে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিগত প্রায় এগারো বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এরই মধ্যে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। আমি আশা করি কৃষির এ অগ্রযাত্রায় দেশে উৎপাদিত মধু বিশ্ববাজারে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

মধু অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। মধুতে প্রায় ১৮১ ধরনের রাসায়নিক উপাদানসহ বিভিন্ন এনজাইম ও ভিটামিন রয়েছে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পুষ্টির যোগান দেয়। ফসলের মাঠে মৌচাষের মাধ্যমে উৎপাদিত মধু ও মোম বিক্রি করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব। এ ছাড়াও মৌমাছি মধু সংগ্রহের সময় ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটায়। এতে ফসলের ফলন শতকরা ২০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বিভিন্ন ফল ও তেলজাতীয় ফসলের ফলন বাড়াতে মৌচাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৌচাষের মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের ঘাটতি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। পরিকল্পিতভাবে মৌচাষ করে মধু আহরণের মাধ্যমে দেশে মধুর চাহিদা পূরণ করে প্রতিবছর বিদেশে মধু রপ্তানি করে শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিতভাবে মৌমাছি চাষ ও মৌচাষিদের মৌচাষে উদ্বুদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে জাতীয় মৌ মেলা মৌচাষিদের উৎসাহ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি ‘জাতীয় মৌ মেলা ২০২০’ এর সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১২২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৭৭

**এডভোকেট রহমত আলী’র মৃত্যুতে সেতুমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

 সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট রহমত আলী’র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

 মন্ত্রী এক শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহি আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

নাছের/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১০১৪ ঘণ্টা